Dainik Statesman

Emami Chisel Art

Date: 06/09/2014 | Edition: Kolkata | Page: 3 | Source: Bureau | Clip size (cm): W: 22 H: 33

Clip: 1 of 1

কলকাতা আছে কলকাতাতে

শিল্পী— অমিতাভ ব্যানার্জি

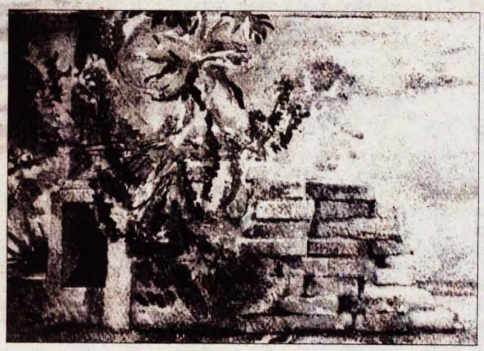

শিল্পী— মৈত্রেয়ী ব্যানার্জি

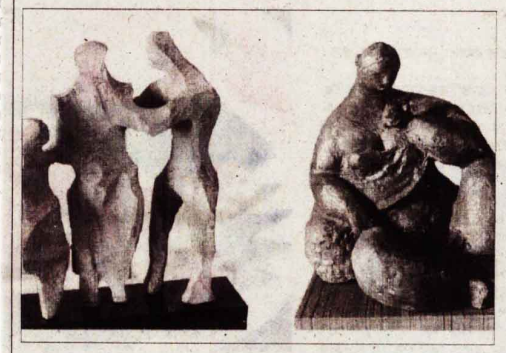

ভাস্কর— শঙ্কর ঘোষ

শিল্পী— সুনীল দাস

দেবব্রত চক্রবর্তী

কলকাতার নানা বৈচিত্র, ব্যস্ততা, মিটিং, মিছিল, বাস, ট্যাক্সি'র ধর্মঘট, অটো'র দৌরাত্ম্য বা জলজমা রাস্তা পারের অভিজ্ঞতায় মানুষ বিচলিত হলেও, বাজার অগ্নিমূল্য হলেও, পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়লেও কলকাতা আছে কলকাতাতে। এখানে নিয়মিত চিত্রী ও ভাস্করদের প্রদর্শনী হয়। শিল্পীকে সম্মান জানিয়ে পুস্তিকা প্রকাশ হয়। আকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এ আগুন লাগলেও নিয়মিত নাটক হয়। এমনই বৈচিত্র পূর্ণ কলকাতার কয়েকটি প্রদর্শনী এবং একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের আলোচনা এই বারের নিয়মিত স্তম্ভে। এই কলকাতার ৩২৫ বছরের জন্মলগ্নে।

অমিতাভ এবং মৈত্রেয়ী ব্যানার্জি'র প্রদর্শনী

প্রয়াত শিল্পী দম্পতির একটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীর আয়োজক কলকাতার 'ইমামি চিজেল আর্ট' গ্যালারি (৬৮৭ অনন্দপুর, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা— ৭০০১০৭)-তে। প্রদর্শনীর সূচনা ১২ আগস্ট, ২০১৪-এর সন্ধ্যায় এবং বিস্তৃত ৩০ আগস্ট, ২০১৪ পর্যন্ত। প্রখ্যাত সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন ও বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে। চিত্রী অমিতাভ ব্যানার্জি (১৯২৮-২০১৩) একজন প্রতিথযশা শিল্পী। ছাপচিত্রী হিসেবে আন্তর্জাতিক স্তরের একজন উল্লেখযোগ্য চিত্রী। সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিস্ট দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর উপদেশে এই দলের পথচলা। তাঁর বিয়োগান্তে এই দল শুধুই নয় এই দেশও একজন মূল্যবান শিল্পীকে হারাল। আশির দশকে ললিতকলা আকাদেমি, শিল্পির একজন সক্রিয় সদস্যও ছিলেন। কলকাতার কেয়াতলা রোডের রাষ্ট্রীয় ললিত কলা আকাদেমির গোড়াপত্তনে আর এক প্রখ্যাত প্রয়াত শিল্পী পরিতোষ সেনের সহযোদ্ধা ছিলেন। ১৯৭১ থেকে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই প্রতিবেদকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। ওঁর স্নেহধন্য হওয়ারও সুযোগ ঘটেছে। দেশে-বিদেশে এই শিল্পীর সৃজন সংরক্ষিত হয়েছে। গ্যালারির নিচের তলায় অমিতাভ ব্যানার্জি'র সৃজন সমাহারে আপ্লুত হতে হয়। নানা বর্ণবৈচিত্রের, বিষয় সন্ধানের এবং নানা মাধ্যমের কাজ এই সময়ের শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর এই সৃজন প্রবহমানতা চোখ ও মনকে নাড়া দেয়। বিভিন্ন সময়ের পরিধিকে ধরে রেখেছে এই সব সৃজন। রঙ-রূপের বৈচিত্রে, আলো-ছায়ার রহস্যময়তায় এই সব সৃজনসম্ভার চিত্রভাষায় সম্পৃক্ত। অমিতাভবাবুর সহধর্মিণী মৈত্রেয়ী ব্যানার্জিও (১৯৩০-১৯৯৯) একজন বিশিষ্ট চিত্রী ছিলেন। তবে প্রচারের আলোর বহু যোজন দূরে তিনি চিরটাকাল অবস্থান করে গেলেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত সাতটি একক প্রদর্শনী, দিল্লি ও কলকাতায় প্রদর্শনী। শিল্পির ললিত কলা আকাদেমি, মুম্বাইয়ের জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারি ছাড়াও বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে, স্বদেশে তাঁর সৃজন সমৃদ্ধতা প্রশংসিত হয়েছে। গ্যালারির দ্বিতীয় তলে এই শিল্পীর সারিবদ্ধ সৃজন মহিমা। মাধ্যম ও বিষয় সন্ধানের বিভিন্নতায় চিত্রভাষায় সম্পৃক্ত। প্রদর্শনী উপলক্ষে এই গ্যালারি প্রকাশ করেছে এই শিল্পী সম্পর্কিত দুটি পুস্তিকা। প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য এই গ্যালারি। অনেক অজানা, অচেনা সৃজন মহিমা দেখার সুযোগ ঘটল দর্শকদের।

ভাস্কর শঙ্কর ঘোষের একক প্রদর্শনী

কলকাতার বিড়লা আকাদেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার এবং ক্যালকাটা স্কাল্পটরস-এর আয়োজনে বিশিষ্ট বর্ষীয়ান ভাস্কর শঙ্কর ঘোষের ৮০ তম জন্মবর্ষে ৮০ টি অনির্বাণ ভাস্কর্যের প্রদর্শনী হয়ে গেল কলকাতার বিড়লা আকাদেমিতে যার সূচনা ১২ আগস্ট ২০১৪-এর সন্ধ্যায়। স্বনামধন্য এই ভাস্করের সৃজন দেখার সুযোগ প্রায়শ ঘটে থাকে। এই বয়সেও এক তরুণ ভাস্করের উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন এই আশি বছরের যুবক। পঞ্চাশ বছর ধরে নিয়মিত কাজ করে যাওয়ার ক্লান্তি এই ভাস্করকে ছুঁতে পারেনি। জন্ম ১৯৩৪-এ। শিল্প শিক্ষণের পাঠ ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে ১৯৫১-তে। পরে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ এই সময়কালে শিল্প শিক্ষণের পাঠ কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে। শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন প্রবাদপ্রতিম শিল্পী শিক্ষকদের। যেমন— গোপাল ঘোষ, দিলীপ দাশগুপ্ত এবং ভাস্কর প্রসেষ দাশগুপ্তকে। ১৩ টি একক প্রদর্শনী। ১৯৬৩-তে কলকাতায় প্রথম প্রদর্শনী। এরপরে দিল্লি, মুম্বই এবং বেঙ্গালুরুতে। শতাধিক সম্মেলক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ। শিল্পির ললিত কলা আকাদেমি, ন্যাশনাল গ্যালারি অব মর্ডান আর্ট এবং বেঙ্গালুরুর চিত্রকলা পরিষদে এই ভাস্করের সৃজন সংরক্ষিত। বর্তমানে 'ক্যালকাটা স্কাল্পটরস' দলের প্রেসিডেন্ট। এবং অনুপ্রাণিত করে চলেছেন পরবর্তী প্রজন্মের ভাস্করদের। শঙ্কর ঘোষের ভাস্কর্য মহিমার জীবন বোধ, প্রকৃতি ও মানুষের দিবারাত্রির কাব্য উঠে এসেছে। অন্য অনুভবের অন্তরঙ্গতায় সমৃদ্ধ এই ভাস্কর্য মহিমা। বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল প্রদর্শনী উদ্বোধনের দিনটি। নানা বিষয় সন্ধানে, নানা মাধ্যমের এই ভাস্কর্য মহিমা দর্শকের চোখ ও মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

প্রসঙ্গ : সুনীল দাস

প্রখ্যাত চিত্রী সুনীল দাসের আলাদা করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ৬ আগস্টের সন্ধ্যাং বাংলা আকাদেমির 'সভাঘর'-এ এই শিল্পীকে নিয়ে 'প্রসঙ্গ : সুনীল দাস' গ্রন্থটির অনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। গ্রন্থ উদ্বোধক আর এক প্রখ্যাত চিত্রী রবীন মণ্ডল। আয়োজক 'শতক একুশ'। একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হল এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে। আলোচনা, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, সঙ্গীত ইত্যাদিতে সমুজ্জ্বল এই অনুষ্ঠান। এই বইটির প্রসঙ্গত— বিষয়ক লেখক অচিন্ত্য গুপ্ত। লেখক সূচিতে— পরিতোষ সেন, মনসিজ মজুমদার, অরূপকুমার দত্ত, প্রণবরঞ্জন রায় প্রমুখ। শিল্পী সুনীল দাসকে নিয়ে অনবদ্য লেখা প্রশান্ত দী-এর। লেখক সূচিতে আরও বহু বিশিষ্টজনেরা। শিল্পী সুনীল দাসকে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ সমৃদ্ধ করেছে এই গ্রন্থটিকে। কবি সূচিতে— পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, নমিতা চৌধুরী, দীপক লাহিড়ী, পঙ্কজ সাহা, সুনীল পাঁজা, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অমিত ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। সুনীল দাসের জন্ম ১৯৩৯-এ।

১৯৫৬ সালে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে অ্যাডমিশন টেস্টে সরাসরি দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হন। অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্র ১৯৫৬-তে কলকাতার আকাদেমি অব ফাইন আর্টসের অনবদ্য সৃজন সন্ধানের জন্য পুরস্কৃত হন। আর্ট কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রাবস্থায় ১৯৫৯ সালে ললিত কলা আকাদেমির জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি। ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে ১৯৬০ সালে প্যারিস যাত্রা এবং সেখানে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তি। বহু পুরস্কারে ভূষিত এই সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য চিত্রকর। ছাত্রাবস্থা থেকে এই পরিণত বয়সে সমানতালে এগিয়ে চলেছে সৃজন সন্ধান। পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন এই ৭৫ বছরের শিল্পী যুবক।